গিল্ডের উৎপত্তি নির্ণয় কর এবং ব্যবসায়িক গিল্ড এবং ক্রাফট গিল্ডের মধ্যে তফাৎ লেখ।

মধ্যযুগীয় অর্থনীতিতে বিভিন্ন শ্রেণীর কারিগর বা ব্যবসায়ীদের দ্বারা গঠিত গিল্ডগুলির ভূমিকা ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পরবর্তীকালেও এগুলির অস্তিত্ব ছিল এবং নাগরিক জীবনের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই সংস্থাগুলির প্রভাব ছিল অনস্বীকার্য। শিল্পোৎপাদন এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপারে গিল্ডের সৃষ্টি হয়েছিল কতকগুলি অতি বাস্তব প্রয়োজনের উত্তর হিসেবে। দ্বাদশ শতক থেকে নাগরিক মাত্রই উপলব্ধি করেছিলেন যে, শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে নির্বোধ ও অসম প্রতিযোগিতা অবাঞ্ছনীয়, পণ্যের চাহিদা ও যোগানের ব্যাপারে একটা সামঞ্জস্য থাকা উচিত, উৎপাদনে নিযুক্ত কারিগরদের জীবিকার নিরাপত্তা থাকা বিধেয়, সমাজে মুষ্টিমেয় মানুষের অনিয়ন্ত্রিত ও অপরিমিত মুনাফা লাভের পথ বন্ধ করে কারিগর শ্রেণীর সকলের উপার্জনের ব্যবস্থা থাকা কাম্য এবং নিত্যব্যবহার্য পণ্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি বা হ্রাস নিয়ন্ত্রণের উপায় থাকা আবশ্যক। নাগরিক জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত এ জাতীয় সমস্যা সমাধানের জন্য উত্তর ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে দ্বাদশ শতকের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক গিল্ডের কথা জানা যায়। অবশ্য ইতালির গিল্ড গুলিছিল প্রাচীনতর, যদিও সাংগঠনিক দুর্বলতার জন্য একাদশ শতকের আগে সেগুলি বিশেষ সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে নি। তাছাড়া নগর মাত্রেই এই সংস্থার বিকাশের পক্ষে অনুকূল ছিল না। সাধারণত দেখা যায় যে, সমুদ্র উপকূলের বাণিজ্য ব্যস্ত বন্দর, বস্ত্র উৎপাদন ও রপ্তানীর জন্য সুখ্যাত নগরগুলিতে গিল্ডগুলি সহজে সু-সংগঠিত হতে পারেনি। 10,000 বা তদূর্ধ্ব জনসংখ্যা বিশিষ্ট নগরীতে যেখানে নাগরিকদের জন্য ভোগ্য পণ্য উৎপাদিত হতো, সেখানে গিল্ডগুলি প্রবল হয়ে ওঠার সুযোগ পেয়েছিল। যেসব নগরে গিল্ড গড়ে ওঠেনি সেখানে নগর কর্তৃপক্ষ অথবা লর্ডই কারিগরদের কাজকর্ম ও ব্যবসায়ীদের তৎপরতা নিয়ন্ত্রণের জন্য এমন কিছু বিধি-বিধান জারি করতেন যেগুলি আইনের ভূমিকা গ্রহণ করত।

James Westfall Thompson এবং Edgar Nathaniel Johnson এর গ্রন্থ থেকে জানা যায়, বণিকসংঘ বা গিল্ড গুলির উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন তথ্য জানা গেলেও সঠিক উদ্ভবের কারণ খুঁজে বের করা সত্যিই কষ্টকর ব্যাপার। মধ্যযুগের শহরগুলিতে বণিক ও কারিগরদের উদ্দেশ্যেই গিল্ডগুলি গড়ে উঠেছিল। গিল্ডগুলি প্রথম দিকে শহরের বনিক ও কারিগরদের সুযোগ সুবিধার জন্য সেবামূলক কাজ করত। এরপর বণিক ও কারিগরদের নিরাপত্তা দেওয়ার উদ্দেশ্যে গিল্ডগুলি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল। শহরের জনগণ বিশেষ করে বনিক শ্রনীর কাছ থেকে যে কর আদায় করা হত তা নিয়ে বণিকদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ ছিল। সামন্ত প্রভুদের অত্যাচারে এই বনিকশ্রনী জর্জরিত হয়েছিল। সামন্ত প্রভুরা অন্যায় ভাবে কর আদায় করতেন। গির্জার কর্তৃপক্ষও নানা অজুহাতে কর আদায় করত। এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় জিনিসপত্র বা পণ্যদ্রব্য পাঠাতে হলেও নানাভাবে কর আদায় করা হত। এই ধরনের অন্যায় ভাবে কর আদায় ও অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য শহরের বণিক সম্প্রদায় গিল্ড বা বনিকসংঘ তৈরি করেছিল।

Thompson ও Johnson যথার্থই বলেছেন যে, ব্যবসাদারদের ও সমবৃত্তিধারী কারিগর গণের গিল্ডের উৎপত্তি তা অস্পষ্ট। এইসব প্রতিষ্ঠানগুলি বাদ দিয়ে সেখানে অনেক

ধর্মীয় সংঘ ছিল যা গিল্ডের জন্ম দিয়ে থাকতে পারে। যাইহোক, গতানুগতিকভাবে, স্বেচ্ছাধীন ভাবেই গিল্ডের উৎপত্তি ঘটেছিল। " ইহা স্বতন্ত্র ব্যক্তিবর্গের সাথে তাদের একই বিষয়ের ব্যবসার সাথে যুক্ত ছিল"। তারা নিজেদের সুযোগ-সুবিধা এবং সুরক্ষার জন্য গঠিত করেছিল গিল্ড।

ব্যবসায়ী গিল্ড এবং ক্রাফট গিল্ডের মধ্যে পার্থক্য :--

ব্যবসাদারদের গিল্ড প্রথম আবির্ভূত হয়েছিল 11 শতকের শেষ সময়ে এবং 12 শতকের প্রথম দিকে। বিভিন্ন শহরে এই ব্যবসায়ী বা সওদাগরদের গোষ্ঠী গঠিত হয়েছিল সমস্ত সদাগর ও ব্যবসায়ীদের নিয়ে। অন্যদিকে প্রকৃত ব্যবসায়ী সংগঠন ভেঙ্গে গিয়ে ক্রাফট গিল্ড গড়ে উঠেছিল। শহরগুলিতে সমস্ত বাসিন্দারা যাঁরা একই ধরনের ব্যবসা করত তাদের নিয়ে গঠিত হতো ক্রাফট গিল্ড।

ব্যবসায়ীদের গিল্ড শহরের পৌরসভার মতোই এক ছিল এবং বিভিন্ন শহরের পরিচালনায় যারা থাকতো তারা এই গিল্ড গুলির সদস্য ছিল। ক্রাফট গিল্ড গুলি সাধারণত ক্ষমতা, পদমর্যাদা ইত্যাদিতে ব্যবসায়ীদের গিল্ডের থেকে উচ্চমানের ছিল না। ক্রাফট গিল্ডের ক্রাফট গিল্ডের সদস্যরা পৌরনিগমের আমলাতান্ত্রিক কাজ করার জন্য অনুমোদিত ছিল। তারা তাদের নিজেদের মধ্যেই ক্রাফটগুলির কর্মাদির তত্ত্বাবধান করতে হতো। এই ভাবে তারা পৌর ব্যাপারে অংশতঃ নিজেদেরকে নিযুক্ত করতে পেরেছিল। সুতরাং উভয় গিল্ড প্রকৃতপক্ষে সর্বসাধারণের প্রতিষ্ঠান ছিল। তারা তাদের গোপনীয় ক্ষমতায় কোন কোন সময় অধ্যাদেশ ঘোষণা করত এবং প্রকৃতপক্ষে এই অধ্যাদেশ পৌরঅধ্যাদেশই ছিল। কিন্তু শহরগুলিতে পরিস্থিতি সহজ সরল ছিল না। থমসন এবং জনসন যথার্থই বলেছেন-" সেখানে যে নাগরিকরা বাস করত তারা পূর্ণ স্বশাসনাধিকারপ্রাপ্ত নগরবাসী বা বার্জারস ছিলনা, বার্জাররা গিল্ডের লোক ছিলনা, গিল্ডম্যানরা বার্জারস ছিল না"। বার্জারস মানে পূর্ন স্বশাসনাধিকার প্রাপ্ত নগরবাসী অথবা শক্তিশালী শহর।

সম্ভাব্য প্রশ্ন :--
1) গিল্ড গড়ে ওঠার প্রেক্ষাপট আলোচনা কর।
2) কিল সাধারণত কত শতকে গড়ে উঠেছিল ?
3) ব্যবসায়ী গিল্ড কাকে বলে ?
4) ক্রাফট গিল্ড কাকে বলে ?
5) ব্যবসায়ী গিল্ড ও ক্রাফট গিল্ডের প্রধান পার্থক্য কি ?

সূত্র নির্দেশাবলী :--
1) মধ্যযুগের ইউরোপ(৮০০-১২০০ শতাব্দি)-- পূর্ণেন্দু ভট্টাচার্য।
2) মধ্যযুগের ইউরোপ(দ্বিতীয় খন্ড)-- নির্মল চন্দ্র দত্ত।
3) মধ্যযুগীয় ইউরোপ (৮০০-১২৫০ খ্রিস্টাব্দ)-- জয়ন্ত বৈদ্য ও বিশ্বজিৎ রায়।